

36627 - সাধারণ তাকবীর ও বশিযে তাকবীর (ফযলিত, সময় ও পদ্ধতি)

প্রশ্ন

প্রশ্ন: সাধারণ তাকবীর ও বশিযে তাকবীর বলতে কী বুঝায়? এবং কখন শুরু হয়?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক: তাকবীরের ফযলিত

যলিহজ্জ মাসের প্রথম দশদনি মহান দনি। আল্লাহ তাআলা তাঁর কতিবতে এ দনিগুলোকো দিয়ে শপথ করছেন। কোন কিছুকে দিয়ে শপথ করা সবে বশিযের গুরুত্ব ও মহান উপকারিতার প্রমাণ বহন করে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “শপথ ফজররে ও দশরাতররি”। ইবনে আব্বাস (রাঃ), ইবনে যুবাইর (রাঃ) ও অন্যান্য পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলমে বলেন: এ দনিগুলো হচ্ছে- যলিহজ্জ মাসের দশদনি। ইবনে কাছরি (রহঃ) বলেন: “এটাই সঠিক”। [তাফসিরে ইবনে কাছরি (৮/৪১৩)]

এ দনিগুলোর নকে আমল আল্লাহর কাছে প্রিয়। দলিল হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “অন্য যবে কোন সময়ের নকে আমলের চয়ে এ দশদনির নকে আমল আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। তারা (সাহাবীরা) বলেন: আল্লাহর পথে জহাদও নয়?! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: আল্লাহর পথে জহাদও নয়; তবে কোন লোক যদি তার জানমাল নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে এবং কোন কিছু নিয়ে ফেরত না আসে সটো ভিন্ন কথা।” [সহিহ বুখারী (৯৬৯) ও সুনানে তিরমিযি (৭৫৭); হাদিসের এ ভাষ্যটি তিরমিযিরি, আলবানী ‘সহিহুত তিরমিযি’ গ্রন্থে (৬০৫) হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়তি করছেন]

এ দনিগুলোর নকে আমলের মধ্যে রয়েছে- তাকবীর (আল্লাহু আকবার) ও তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) উচ্চারণ করে আল্লাহর যিকির করা। দলিল হচ্ছে নমিনরূপ:

১। আল্লাহ তাআলা বলেন: “যাতে তারা তাদের কল্যাণের স্থানগুলোতে উপস্থিতি হতে পারে। এবং নরিদষ্টি দনিগুলোতে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে পারে” [সূরা হজ্জ, আয়াত: ২৮] ‘নরিদষ্টি দনিগুলো’ হচ্ছে- যলিহজ্জের দশদনি।

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

২। আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর নব্বিদ্বিষ্ট কয়কেটি দিনে আল্লাহকে স্মরণ কর...”[সূরা বাকারা, আয়াত: ২০৩] এগুলো হচ্ছে- তাশরকিরে দিন।

৩। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “তাশরকিরে দিনগুলো হচ্ছে- পানাহার ও আল্লাহকে স্মরণ করার দিন”[সহিহ মুসলিম (১১৪১)]

দুই: তাকবীর দয়োর পদ্ধতি

আলমেগণ তাকবীর দয়োর পদ্ধতি নিয়ে কয়কেটি মত পশে করছেন:

১. আল্লাহু আকবার.. আল্লাহু আকবার.. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার.. আল্লাহু আকবার..ওয়া ললিলাহলি হামদ (অর্থ- আল্লাহ মহান..আল্লাহ মহান..আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নাই..আল্লাহ মহান..আল্লাহ মহান..সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য)।

২. আল্লাহু আকবার.. আল্লাহু আকবার.. আল্লাহু আকবার.. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার.. আল্লাহু আকবার.. আল্লাহু আকবার..ওয়া ললিলাহলি হামদ (অর্থ- আল্লাহ মহান..আল্লাহ মহান..আল্লাহ মহান..আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নাই..আল্লাহ মহান..আল্লাহ মহান..আল্লাহ মহান..সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য)।

৩. আল্লাহু আকবার.. আল্লাহু আকবার.. আল্লাহু আকবার.. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার.. আল্লাহু আকবার.. ওয়া ললিলাহলি হামদ (অর্থ- আল্লাহ মহান..আল্লাহ মহান..আল্লাহ মহান..আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নাই..আল্লাহ মহান..আল্লাহ মহান..সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য)।

যহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তাকবীর দয়োর সুন্নিদ্বিষ্ট কোন ভাষা বর্ণিত হয়নি তাই এ ক্ষেত্রে প্রশস্ততা রয়েছে।

তনি: তাকবীর দয়োর সময়

তাকবীর দুই প্রকার:

১। সাধারণ তাকবীর: যে তাকবীর কোন সময়ের সাথে সম্পৃক্ত নয়। এ তাকবীর সবসময় দয়ো সুন্নত: সকাল-সন্ধ্যায়, প্রত্যকে নামাযের আগে ও পরে, সর্বাবস্থায়।

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

২। বশিষে তাকবীর: যে তাকবীর নামাযের পরের সময়ের সাথে সম্পৃক্ত।

সাধারণ তাকবীর যলিহজ্জ মাসের দশদনি ও তাশরকিরে দনিগুলোর যে কোন সময়ে উচ্চারণ করা সুন্নত। এ তাকবীরের সময়কাল শুরু হয় যলিহজ্জ মাসের প্রথম থেকে (অর্থাৎ যলিক্বদ মাসের সর্বশেষে দনিরে সূর্যাস্তের পর থেকে) তাশরকিরে সর্বশেষে দনিরে শেষে মুহূর্ত পর্যন্ত (অর্থাৎ ১৩ ই যলিহজ্জের সূর্যাস্ত যাওয়া পর্যন্ত)।

আর বশিষে তাকবীর দয়্যো শুরু হয় আরাফার দনিরে ফজর থেকে তাশরকিরে সর্বশেষে দনিরে সূর্যাস্ত যাওয়া পর্যন্ত (এর সাথে সাধারণ তাকবীর তো থাকবেই)। ফরয নামাযের সালাম ফরোনোর পর তনিবার ‘আস্তাগফরিল্লাহ’ পড়বে, এরপর ‘আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম, ওয়া মনিকাস সালাম, তাবারাকতা ইয়া যাল জালাল ওয়া ইকরাম’ বলবে, এরপর তাকবীর দবিবে।

তাকবীরের সময়কালরে এ বধিন যনি হাজী নন তার জন্য প্রযোজ্য। আর হাজীসাহবে কচোরবানীর দনি যচোররে সময় থেকে বশিষে তাকবীর শুরু করবনে।

আল্লাহই ভাল জাননে।

দখুন মাজমুউ ফাতাওয়া বনি বায (১৩/১৭) ও বনি উছাইমীনরে ‘আল-শারহুল মুমত’ (৫/২২০-২২৪)